মৎস্য খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে

Dr. Yahia Mahmud
Director General
Bangladesh Fisheries Research Institute
Mymensingh

গোলাম তৌহিদ
সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

ময়মনসিংহ-২২০১

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

২৩ আগষ্ট ২০২২

খট ৫০৭৭২২৩

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মধ্যকার এই সমঝোতা স্মারককে "বিএফআরআই ও পিকেএসএফ সমঝোতা" বলে আখ্যায়িত করা হবে। সমঝোতাটি সাধারণ প্রকৃতির "বৃহৎ সমঝোতা" হিসেবে বিবেচিত হবে, যার আওতায় ভবিষ্যতে প্রয়োজন মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হবে।

২. সমঝোতা স্মারকের পক্ষসমূহ

(ক) সমঝোতা স্মারকের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), যার পূর্ণ ঠিকানা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ-২২০১। এ সমঝোতা স্মারকে বিএফআরআই হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা প্রথম পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), যার পূর্ণ ঠিকানা প্লট নং-ই ৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭। এ সমঝোতা স্মারকে পিকেএসএফ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

ক) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে- স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর; লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি; প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া; স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর; নদী উপকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৭৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৬২টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ইনস্টিটিউট মৎস্যখাতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গবেষণার পাশপাশি বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী, এনজিও কর্মী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী খামারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এছাড়া, গবেষণা সুযোগ ও মান উন্নয়নের জন্য বিএফআরআই সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

খট ৫০৭৭২২৪

খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯১৩ (কোম্পানী আইন- ১৯৯৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত)-এর আওতায় একটি "অলাভজনক" সংস্থা হিসেবে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ দেশের একমাত্র শীর্ষ (Apex) অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের, বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক মানব মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। এক্ষেত্রে কৃষকের বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমের আর্থিক চাহিদা ও আয় প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৫ থেকে পিকেএসএফ বিশেষায়িত কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি কৃষকদেরকে পিকেএসএফ তার বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতে (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভ্যালু-চেইন উন্নয়নে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় তহবিল এবং প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে 'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' শীর্ষক দু'টি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করেছে, যা সমন্বিত কৃষি ইউনিট নামে পরিচিত। ইউনিট দু'টির আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, শিক্ষা, সম্প্রসারণ, বিপণন ও উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের প্রদেয় সেবাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর।

৪. সমঝোতা স্মারকের যৌক্তিকতা

বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের চাষী, খামারী ও উদ্যোক্তাগণ সফলতার সাথে ব্যবহার করে দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের স্বার্থে বিএফআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তিসমূহ অতিদ্রুত খামারীর নিকট হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) একটি "অলাভজনক" প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এপ্রেক্ষিতে, উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়-

১. পিকেএসএফ-এর সম্প্রসারণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ লক্ষ্যভুক্ত খামারী/জনগোষ্ঠীর নিকট সরবরাহ করা।

২. বিএফআরআই-এর গবেষণালব্ধ উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৬. পক্ষদ্বয়ের কর্মপরিধি ও দায়িত্বের শর্তাবলী

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পক্ষদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী নিম্নরূপ-

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

খট ৫০৭৭২২২

ক) প্রথম পক্ষের দায়িত্বসমূহ

১. উদ্ভাবিত মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের খামারীদের মাঝে হস্তান্তরের লক্ষ্যে দ্বিতীয় পক্ষের নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

২. প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তির কারিগরি তথ্যসমূহ (বই, প্রতিবেদন, বুলেটিন, বুকলেট, লিফলেট, প্রশিক্ষণ উপকরণ, ফ্লিপচার্ট, এ্যাপস ইত্যাদি) দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাকে সরবরাহ করা;

৩. প্রথম পক্ষ কর্তৃক আয়োজিত 'উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ'-এ দ্বিতীয় পক্ষের কারিগরি কর্মকর্তা, সহযোগী সংস্থার নির্বাচিত কারিগরি কর্মকর্তা ও খামারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা;

৪. দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকায় মৎস্য সম্পদের সমস্যাপূর্ণ কারিগরি বিষয়ে প্রথম পক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা;

৫. বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় দ্বিতীয় পক্ষের কারিগরি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের সংস্থান রাখা;

৬. দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কারিগরি প্রকাশনা ও তথ্যচিত্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

খ) দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ

১. দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থার সমিতিভুক্ত খামারীদের খামারে প্রথম পক্ষের মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, প্রযুক্তি গ্রহণ এবং গবেষণায় অংশগ্রহণে খামারীদেরকে সহায়তা করা;

২. মৎস্য চাষে সফল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে প্রথম পক্ষকে সহায়তা প্রদান করা;

৩. প্রথম পক্ষ কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক একই নামে ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করা এবং কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক এই নামের পরিবর্তন না করা;

৪. প্রযুক্তির কারিগরি তথ্যসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষকে অবহিত করা;

৫. সহযোগী সংস্থায় প্রেরণের নিমিত্ত মৎস্য সম্পদ ভিত্তিক নীতিমালা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রথম পক্ষকে অবহিত করা;

গ) উভয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ

১. কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্মসূচির অভিঘাত মূল্যায়ন মতবিনিময়/বাৎসরিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভা আয়োজন করা এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা;

২. প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ সহযোগিতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সাফল্য উভয় পক্ষের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা;

৩. উপর্যুক্ত দায়িত্বাবলী ছাড়াও উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করবে।

৭. সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারকটি ২৩ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

৮. সমঝোতা স্মারক এর স্থায়িত্বকাল

এই সমঝোতা স্মারক, উভয় পক্ষের স্বাক্ষরের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং তা স্বাক্ষরের তারিখ হতে সাধারণভাবে পরবর্তী পাঁচ (০৫) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে কোন পক্ষ সমঝোতা স্মারকটি লিখিতভাবে বাতিলের প্রস্তাব না করলে মেয়াদের পরেও ইহা কার্যকর রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, যে কোন পক্ষ ০৩ (তিন) মাসের লিখিত অগ্রিম নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবেন।

৯. সমঝোতা স্মারকের পরিবর্তন (Modification)

সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী প্রয়োজনে উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে অদ্য ২৩ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার এই সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলীর সাথে ঐক্যমত্য হয়ে সজ্ঞানে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করা হলো।

প্রথম পক্ষ:
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই), ময়মনসিংহ-এর পক্ষে

.....
(ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ)
মহাপরিচালক
বিএফআরআই

Dr. Yahia Mahmud
Director General
Bangladesh Fisheries Research Institute
Mymensingh

দ্বিতীয় পক্ষ:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ),
আগারগাঁও, ঢাকা-এর পক্ষে

.....
(গোলাম তৌহিদ)
সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

গোলাম তৌহিদ
সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সাক্ষী:

23.8.2022
.....
নাম: **ড. মো. জুলফিকার আলী**
পদবী: মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বিএফআরআই, ময়মনসিংহ
সেল ফোন: ০১৭১১-৭৮০৪২২
ই-মেইল: zulfikar_bfri@yahoo.com

ড. মো. জুলফিকার আলী
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ ২২০১

সাক্ষী:

23.8.2022
.....
নাম: **ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী**
পদবী: মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
আগারগাঁও, ঢাকা
সেল ফোন: ০১৭১৩-০৩৯৫৬৬
ই-মেইল: dr.sharif.chowdhury@gmail.com

ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী
মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)